নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মোটরসাইকেল শোডাউন

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। এ সময় মশাল মিছিলে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আবারও আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এ মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মোটরসাইকেল শোডাউনটি বিক্ষোভ মিছিল আকারে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তারা সাম্প্রতিক মশাল মিছিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, গত ৩ জুন বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে বনবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “দামুড়হুদার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন হাতে মিছিল বের করে একটি মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম। তারা এখন পর্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবারও সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে বিএনপি ও

অঙ্গসংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

সমাবেশ থেকে আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী কর্মসূচিতে উপজেলার সব পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানানো হয়।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, মশাল মিছিলের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের ৩০০ নেতাকর্মী

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্তত ৩০০ নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বাঘাডাঙ্গা মহিউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তারা বিএনপিতে যোগ দেন।

আয়োজকদের দাবি, যোগদানকারীদের মধ্যে জামায়াতের শতাধিক নারী কর্মীও রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনির হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দবির উদ্দিন বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুর রহমান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ফুটানসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি বলেন, “বিএনপির গণমুখী রাজনীতি, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আস্থা রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। এতে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।”

সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী একজন কর্মী বলেন, “দীর্ঘদিন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিএনপির কার্যক্রম ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আমরা একসঙ্গে দলে যোগ দিয়েছি। ভবিষ্যতে দলের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেব।”

অনুষ্ঠান শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির ২২ নেতাকর্মীর নামে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর সফরকে ঘিরে উত্তেজনা, হামলা এবং ছাত্রদল নেতাদের নামে মামলার পর এবার এনসিপির ২২ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেছেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ এনামুল কবির (৩৫)। মামলায় পিস্তলের বাট দিয়ে মারধর ও নগদ ৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আজ শনিবার ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। এজাহারে হত্যাচেষ্টা, অস্ত্র প্রদর্শন, ছিনতাই, সম্পদ বিনষ্ট এবং প্রাণনাশের হুমকিসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেকুল ইসলাম তারেক রেজা, মেহেদী হাসান আশিক, সিয়াম উদ্দিন তুর্য, তানাঈম, আসিফ, অয়ন রহমান খান, তাইন, জয়নাল, আলমগীর, শাহরিয়ার অভীক, হৃদয় মাস্টার, লাবাবুল বাশার লাবু, সিহাব শাহ, নয়ন, সুলতান শাহ, হৃদয়, রুবায়েত হাসান তুর্য, শেখ সামি, রিফাত, হাকিম, কাইসার ও ইমরান। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ৫০-৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের সদ্য সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ এনামুল কবির জুমার নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখেন, এনসিপির কেন্দ্রীয় মুখ্য সমন্বয়ক নাসীর উদ্দিন পাটওয়ারী দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন। ওই বক্তব্যে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, আইনমন্ত্রী মোঃ আসাদুজ্জামান এবং ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদকে নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করা হচ্ছিল বলে এজাহারে দাবি করা হয়েছে।

এনামুল কবির ভদ্রভাবে এ ধরনের মন্তব্য না করার অনুরোধ করলে আসামিরা ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়। প্রথমে মেহেদী হাসান আশিক তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। পরে তানাঈম ইট দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করলে তার কপালে গুরুতর জখম হয়। আসামি তাইন ও জয়নাল মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় তাকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া আহত এনামুলকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসা সঙ্গীদের দিকে মেহেদী হাসান আশিক কোমর থেকে পিস্তল বের করে গুলি করার হুমকি দেন এবং একপর্যায়ে গুলি করতে উদ্যত হন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় ছাত্রদল নেতা হৃদয় হোসেনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা এক ব্যক্তিকে অয়ন রহমান খান ধারালো দা দিয়ে কোপ দেন। মাথা সরিয়ে নেওয়ায় কোপটি বাম চোখের কোণে লাগে এবং গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, সিয়াম উদ্দিন তুর্য কোমর থেকে পিস্তল বের করে নয়ন হাওলাদারকে হত্যার হুমকি দেন এবং পিস্তলের বাট দিয়ে মারধর করেন। একই সময়ে লাবাবুল বাশার লাবু ছাত্রদল নেতা নয়ন হাওলাদারের কাছ থেকে নগদ ৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন এবং একটি মোবাইল ফোন আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন, যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৮০০ টাকা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান

জানান, মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে শুক্রবার (২২ মে) ঝিনাইদহ জেলা ডিসি কোর্ট এলাকায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার অভিযোগ এনে মামলা করে এনসিপি। ওই ঘটনায় ছাত্রদলের ৮ নেতার নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১১০ থেকে ১১৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন এনসিপি নেতা তারেক রেজা।

ঝিনাইদহে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের কমিটিতে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। এসময় তারা নবঘোষিত কমিটি পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানান।

আজ শনিবার বিকেলে শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে জেলা ছাত্রদলের নবঘোষিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ, আব্দুস সালাম, কেসি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শিপন মাহমুদ ও হিমেল আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এসময় “আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম”, “অবৈধ কমিটি মানি না, মানব না” ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহর। পরে মিছিলটি পায়রা চত্বরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

ছাত্রদল নেতা বখতিয়ার মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম প্রমুখ।

এসময় জেলা ছাত্রদলের সাবেক ও বর্তমান কমিটির পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা জানান, সদ্য ঘোষিত কমিটি প্রকাশের পরদিনই তারা

নিজেদের ফেসবুক আইডিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পদবঞ্চিত নেতারা কেন্দ্র ঘোষিত কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। সমাবেশে তিন নেতা তাদের পদত্যাগপত্রও প্রদর্শন করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্যকালে নবঘোষিত কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ বলেন, “যাদের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে, তাদের সিভি দেখুন, আমাদের সিভি দেখুন। রাজপথের ত্যাগ ও দলীয় কর্মসূচিতে আমাদের অবদান যাচাই করুন। এই কমিটি একটি পকেট কমিটি। ঝিনাইদহের সাধারণ ছাত্রসমাজ এই কমিটি দেখে হতাশ হয়েছে।”

সদ্য ঘোষিত কমিটির সহ-সভাপতি সাইদুর রহমান শাহেদ বলেন, “দীর্ঘদিন আমরা আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছি। হামলা, মামলা ও জেল-জুলুমের শিকার হয়েছি। আজ যখন আমাদের দল সরকার গঠন করেছে, তখন দুর্দিনের ত্যাগী নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র, স্বজনপ্রীতি ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী। সে কারণে আমরা বিশৃঙ্খলার পথে হাঁটিনি। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে গঠনমূলকভাবে ঘোষিত কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের কমিটি পুনর্বিবেচনার জোর দাবি জানাচ্ছি।”

গাংনীতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করলেন বিএনপি নেতা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে সাহারবাটি গ্রামের কড়ইতলা পাড়া এলাকার ইমন আলীর স্ত্রী রিয়া খাতুন (৪০), তরিকুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৩), চাঁদ আলী মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬০), মুন্তাজ আলী (৫০), নেঙ্গার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম (৫০), মাঠপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মিথুন হোসেন (৩০), সামসদ্দীনের ছেলে আইনাল হক (৫০), আনসারুল ইসলাম (৬৫) ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগম (৬০) রয়েছেন। অপরদিকে হামলাকারী বিএনপি নেতা দবির হোসেনের ভাই আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক আহত হয়েছেন।

বিএনপি নেতা দবির হোসেন জানান, বিগত ১৭ বছর ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন-জুলুম চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদের গোয়ালের গরু পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং মাঠের ফসল তুলতে দেয়নি। তাই ‘মারের বদলে মার’ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী জানান, ৫ তারিখের পর থেকেই দবির উদ্দীন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। তারা বেশ কয়েকবার চাঁদা দিয়েছেন। আজ আবারও চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার বাবা-মায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। বর্তমানে তার বাবা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, সকালের মারামারির পর সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। আবারও সন্ধ্যায় মারামারি হয়েছে এমন খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করে, তবে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।” একই সঙ্গে দুপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়া কুরুচিপূর্ণ স্লোগান প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভাকে কেন্দ্র করে।

সভায় উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-ঘনিষ্ঠ কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে ‘ফ্যাসিবাদী আচরণ’-এর অভিযোগ তুলে তাকে সভা থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ সময় সভাকক্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হস্তক্ষেপ করেন। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার জন্য সভায় উপস্থিত সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আসাদুজ্জামান বাবলু।

এর কিছুক্ষণ পর বিকেল চারটার দিকে গাংনী শহরে লাঠিসোটা হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে বের হয়ে হাসপাতাল বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তারা তাদের নেতার ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল করেন আসাদুজ্জামান বাবলুর সমর্থক বিএনপি নেতাকর্মীরা। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। যে কোনো বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ালেও প্রশাসন বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে বিএনপির দেওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আ.লীগের নেতাকর্মীদের ভোটে পাশ করতে চান রাশেদ খান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের সবাই অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে। আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বলবো, যে আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করুন। এবারের নির্বাচন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির নির্বাচন।’

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জের বগেরগাছী বাজারে নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যারা অন্যায় করে নাই, অপরাধ করে নাই তারা বিএনপি’র কাছে নিরাপদ। আমি বারবার বলছি আওয়ামী লীগের সবাই তো অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের পর আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আনার সাহেবের মার্কেট দখল করা হয়েছে। যারা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান-মেম্বার ছিল তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা হয়েছে। কালীগঞ্জের হাট-বাজার দখল টেন্ডারবাণিজ্য কারা করেছে আপনারা খোঁজ নেন।’

রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থাণের পর ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৫ জন মানুষ হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এসব হত্যার দায়-দায়িত্ব কারা নিবে। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে আপনারা তাদের চিনেন। আজ যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন তাদের নেতাকর্মীরা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি এই খুনিদের জনগণ কোনোভাবেই আশ্রয় দিবে না।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনকে ঘিরে বিএনপির নেতাকর্মীদের ব্যাপক প্রচারণা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনকে ঘিরে নেতাকর্মীরা ব্যাপক প্রচারনা শুরু করেছে। তবে এবারের প্রচারনায় নারী ভোটাদেরকে বেশী বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান প্রার্থীদের নেতাকর্মীরা।

গতকাল দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নারীদের নিয়ে সমাবেশ করে ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, দর্শনা থানা মহিলা দলের সভানেত্রী নিলুফা ইয়াসমিন। এ নারী সমাবেশে নারীদের কাছে ভোট চাওয়া হয় এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আজিবার রহমান, ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আলী আহম্মদ, দর্শনা থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক আশাবুল হক আনার ও নজরুল মাষ্টার।

এছাড়া নারী নেত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুগ্ম সম্পাদিকা পারুল খাতুন, উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সালেহা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সভাপতি শফি উদ্দিন। এদিকে দর্শনা পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে দর্শনা দাস পাড়া থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি মিছিল বের করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ৭১ বিএনপি নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহেলা ইউনিয়নে বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের ৭১ জন নেতাকর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় জেহেলা ইউনিয়নের পুঁটিমারী গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক যোগদান অনুষ্ঠানে তারা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে অন্তর্ভুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি নবাগতদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাবেক সভাপতি কাজী ইউনুস, সেক্রেটারি ইমারত, যুবদল নেতা সুরুজ আলী, আব্দুর রশীদ ব্যাপারী, ইসলাম ডাক্তার, কাউছার আলীসহ মোট ৭১ জন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আদর্শ নয় এটি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ। এই আদর্শ মানবতার কল্যাণ, ন্যায়বিচার, সততা ও জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি, বৈষম্য ও

অন্যায় দূর করতে হলে এই আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না; আমরা বিশ্বাস করি সেবার রাজনীতিতে। আজ যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাদের নিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক মো. দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মো. সাগর আহমেদ, এইচআরডি সম্পাদক আবু রায়হান, চুয়াডাঙ্গা পৌর সভাপতি মো. রাব্বি হাসান, ছাত্রশিবির জেহেলা ইউনিয়ন সভাপতি মো. শ্রাবণ আহমেদ, জেহেলা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর সহকারী অধ্যাপক মো. হুমায়ুন কবির, সেক্রেটারি তৌহিদুল ইসলাম মৃদুল, সহকারী সেক্রেটারি আব্দুর রহমান, ইউনিয়ন সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেহেরপুরে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের ২৭টি পরিবার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় বারাদী ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। নতুন যোগদানকারীদের হাতে ফুল ও মিষ্টি খাওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের সমাজ গঠনের আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সবসময় জনগণের পাশে আছে। এই যোগদান আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানান, নির্বাচনের আগে বিএনপিসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে বলে জানান।